দর্শনায় প্রেমের ফাঁদে ফেলে মোটা টাকার চাঁদা দাবি; গ্রেফতার ৩

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় প্রেমের ফাঁদে ফেলে মোটা অংকের চাঁদা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে প্রতারক চক্রের মক্কারানীসহ ৩জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ঘটনা সুত্রে জানাযায় গত শনিবার ২ আগষ্ট সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে মোবাইলফোনে দোস্ত গ্রামের শহীদ বিশ্বাসের ছেলে সুমন বিশ্বাস
(৩৬) কে ডেকে নেয় বহুল আলোচিত দেহ ব্যাবসায়ী সাজেদা খাতুন ওরফে মায়া (৪৫)।

এ সময় দর্শনা ঘুঘু ডাঙ্গার একটি ছাত্রাবাস ভাড়া বাড়িতে ডেকে নেয়। ডেকে নিয়ে সুমন বিশ্বাসকে অন্ধকার ঘরের মধ্যে আটকিয়ে তাকে বিবস্ত্র করে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ভিডিও করে।তারপর ৫/৬ জন জোর পৃর্বক ধরে পকটে থাকা ২৭ হাজার ৫শ

টাকা নিয়ে নেয়।এই প্রতারক চক্র ১লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে। টাকা না দিলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যেমে ছেড়ে দেওয়া হবে।সুমন বিশ্বাস কোন উপায়ন্ত না পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশে অভিযোগ করে।অভিযোগ পেয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামস্থ বাবু ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ীর ভাড়া বাসায়।

এ সময় পুলিশ প্রতারক চক্রের বহুল আলোচিত মক্কারানী আবুল হোসেনের মেয়ে সাজেদা খাতুন ওরফে মায়া (৪৫),পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ের মদনা গ্রামের সানোয়ার হোসেনের ছেলে খালিদ হোসেন (৪০)ও জয়নগর গ্রামের মোস্তফা শেখের ছেলে আমিন (২৫) কে গ্রেফতার করে।

এ ঘটনায় সুমন বিশ্বাস বাদী হয়ে দর্শনা থানায় আলোচিত দেহ ব্যাবসায়ী সাজেদা খাতুন ওরফে মায়াসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।পুলিশ ৩ জনকে আটক করলেও দুইজন আসামী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।এ ব্যাপারে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা বলেন দীর্ঘ দিন ধরে দর্শনায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সম্পর্ক করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে হুমকি ধামকি দিয়ে টাকা আদায় করে। এই চক্র

কিছুদিন আগে মহেশপুর এক যুবককে আটকিয়ে টাকা নেয়।গতকালই তাদেরকে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহরে হামলাকারী কে এই আলাউদ্দিন

প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহরে হামলার মামলায় ১৬ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি আলাউদ্দিনকে চুয়াডাঙ্গা থেকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-৬। চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌর এলাকার মোহাম্মদপুর থেকে শনিবার রাত ২টার দিকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আসামি আলাউদ্দিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘদিন পালিয়ে ছিলেন। ৪৩ বছর বয়সী আলাউদ্দিন সাতক্ষীরা জেলার কিসমত ইলিশপুর গ্রামের বাসিন্দা।

ঘটনার শুরু থেকে মামলা

২০০২ সালের ৩০ আগস্ট সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে ধর্ষণের শিকার মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে দেখতে যান তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা। সেখান থেকে যশোরে ফেরার পথে কলারোয়া উপজেলা বিএনপি অফিসের সামনে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতা কর্মীরা একটি যাত্রীবাহী বাস রাস্তার উপরে আড় করে দিয়ে তার গাড়ি বহরে হামলা চালায়। হামলায় তৎকালীন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রকৌশলী শেখ মুজিবুর রহমান ও সাংবাদিকসহ দলীয় অনেক নেতা-কর্মী আহত হন। তখনকার সাতক্ষীরা-১ আসনের সংসদ সদস্য হাবিবুল ইসলাম ও তাঁর নেতা-কর্মীরা এ হামলার পেছনে ছিলেন বলে সেসময় অভিযোগ ওঠে।

এ ঘটনায় ওই বছরের ২ সেপ্টেম্বর কলারোয়া মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোসলেমউদ্দিন বাদী হয়ে যুবদল নেতা আশরাফ হোসেন, আব্দুল কাদের বাচ্চুসহ ২৭ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা ৭০-৭৫ জনকে আসামি করে আদালতে মামলা করেন। মামলাটি বিভিন্ন আদালত ঘুরে হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১৪ সালের ১৫ অক্টোবর মামলাটি এজাহার হিসেবে গণ্য হয়। পরবর্তীতে মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক শফিকুর রহমান ৫০ জনের নাম উলেখ করে আদালতে অভিযোগপত্র দেন।

প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহরে হামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

কে এই আলাউদ্দিন?

গ্রেপ্তারকৃত আসামি আলাউদ্দিন উক্ত হামলার পরিকল্পনাকারী এবং বিস্ফোরক বহনকারীদের মধ্যে অন্যতম। সাতক্ষীরা-১ আসনের সংসদ সদস্য হাবিবুল ইসলামের লোক। সে তার সহযোগীদের নিয়ে শেখ হাসিনার গাড়ি লক্ষ্য করে হাতবোমা নিক্ষেপ করে। ফলে অনেক নেতা-কর্মী গুরুতর আহত হন এবং বেশ কয়েকটি সরকারি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আলাউদ্দিন যার নির্দেশে কাজটি করেছিলেন বলে তদন্তে বেরিয়ে এসেছে সেই হাবিব ২০০১ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির প্রার্থী হয়ে সাতক্ষীরা-১ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০১৫ সালে তার বিরুদ্ধে ২০০২ সালে সাতক্ষীরায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আক্রমণ করার অভিযোগ ওঠে এবং মামলা হয়।

মামলাগুলোর বিচারকার্য শেষে ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় ২০২৩ সালের ১৮ এপ্রিল সাতক্ষীরার স্পেশাল ট্রাইবুনাল-৩ এর বিজ্ঞ আদালত হামলার সঙ্গে জড়িত আসামিদের দোষী সাব্যস্ত করে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করে।
ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর কোম্পানি কমান্ডার ইশতিয়াক হোসাইন গণমাধ্যমকে জানান, ২০০২ সালের ৩০ আগস্ট তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানা এলাকায় পৌঁছালে কতিপয় সন্ত্রাসী তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র, হাত বোমাসহ তার গাড়িবহরে হামলা চালায়। ওই হামলার ঘটনায় সাতক্ষীরার কলারোয়া থানায় অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনসহ বিভিন্ন আইনে আলাদা তিনটি মামলা করা হয়।

কীভাবে অভিযানে ধরা পড়লো

ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর কোম্পানি কমান্ডার ইশতিয়াক হোসাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, সাজাপ্রাপ্ত আসামি আলাউদ্দিন চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পৌর এলাকার মোহাম্মদপুর আত্মগোপনে রয়েছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার রাত ২টার দিকে সেখানে অভিযান চালিয়ে আলাউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়।

[redacted]

[redacted]

ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তারই ধারাবাহিকতায় উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে ডুগডুগী পশুহাটের সার্বিক কাজের উন্নয়ন করা হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুর রসিদ, কার্য-সহকারী সেলিম হোসেন, রোকন শিকদার, উপজেলা প্রশাসনের সিএ ফয়জুল ইসলাম, ডুগডুগী পশুহাট মালিক সোহরাব হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্র লীগের যুগ্ম আহবায়ক রাসেল আহাম্মেদ প্রমূখ।

দামুড়হুদায় পরিবারের উপর অভিমান করে যুবকের আত্মহনন

দামুড়হুদায় স্ত্রী ও পরিবারের উপর অভিমান করে মোঃ আবু বক্কর মিলন (২০) নামে এক যুবক আত্মহত্যা করেছেন। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নে জুড়ানপুর গ্রামের মাদ্রাসা পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আবু বক্কর মিলন জুড়ানপুর গ্রামের মোঃ নজরুল ইসলামের বড় ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, গত ৩০ শে আগস্ট সকালে নিজ বসত ঘরে ফ্যানের সাথে গলায় গামছা পেচিয়ে আত্মহত্যা চেষ্টা করে আবু বক্কর মিলন। বাড়ির লোকজন বিষয়টি জানতে পেরে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। অবস্থা আরো অবনতি হলে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। গত শনিবার রাত ১১ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

নিহতের প্রতিবেশীরা জানান, নিহত আবু বক্কর মিলনের সাথে দেড় বছর আগে হোগলডাঙ্গা গ্রামের নাজমুল হুদার মেয়ে নাজমিন আক্তার সেতুর সাথে বিবাহ হয়। নিহত আবু বক্কর মিলন ছিল রাজমিস্ত্রির লেবার। তাদের মধ্যে সংসার ভালোই চলছিল, ইতিমধ্যেই তার স্ত্রী নাজমিন ৬ মাসের অন্তঃসত্তা। গলায় দড়ি দেওয়ার আগে স্ত্রী ও পরিবারের মধ্য মন কষাকষি হয় তার। পরে রাগে অভিমানে পাশেই তার চাচার বাড়িতে ঘরের দরজা বন্ধ করে ফ্যানের সাথে গামছা পেচিয়ে আত্মহত্যা করে।

নিহত আবু বক্কর মিলনের পিতা নজরুল ইসলাম জানান, মিলন তো মারা গেছে কিন্তু তার ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রেখে গেছে,তার দায়িত্ব আমাদেরই। ইতিমধ্যে গ্রামের ইউপি সদস্য ও তার শশুরের পরিবারের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে তাদের সম্মতিক্রমে নিহত আমাদের পক্ষ থেকে মিলনের স্ত্রীকে ভরণপোষণের জন্য ১ লাখ বিশ হাজার টাকা দুই কিস্তিতে তিনশত টাকার স্ট্যাম্পে দেয়া হবে বলে লিখিত করে দিয়েছি।

দামুড়হুদা মডেল থানার সেকেন্ড অফিসার ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এস আই শেখর চন্দ্র মল্লিক জানান, লাশ উদ্ধার করে আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। ময়না তদন্তের জন্য লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গাতে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত: আহত-১

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা ডিঙ্গেদহ বাজার সংলগ্নে সবজি বোঝায় পিকআপ ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী সরোজগঞ্জ বুড় পাড়ার গোলাম রসুলের ছেলে আশরাফুল ইসলাম (৩৫) নিহত হয়েছে।

আজ সন্ধ্যা নাগাদ ৭ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ডিঙ্গেদহ বাজার সংলগ্ন মসজিদের সামনে মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় একজন আহত হয়েছেন মোটরসাইকেল চালক ঝিনাইদহ এনায়েতপুর করিম মন্ডলের ছেলে রাসেল (২৩)।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল সুত্রে জানা গেছে, আহত ও নিহত দুজন ইলেক্টিশিয়ান মিস্ত্রি। সরোজগঞ্জ ছয়মাইল থেকে নিহত ও আহত দুজন বিদুৎতের কাজ শেষ করে বিদুৎতের কাজের মই নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সরোজগঞ্জ চারমাইলের দিকে আসছিল। এসময় চুয়াডাঙ্গা থেকে সরোজগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল সবজি বোঝায় পিকআপ। এসময় পিকআপের মুখোমুখি বিদুৎতের কাজের মই আটকে গিয়ে সংঘর্ষ হয় মোটরসাইকেলের

সাথে। মোটরসাইকেলে থাকা চালকের পিছনের আরোহী আশরাফুল রাস্তায় ছিটকে পড়ে যেয়ে মারা যায়। আর মোটরসাইকেল চালক রাসেল গুরুত্বর ভাবে আঘাত পায়।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান জানান, ঘটনা স্থল থেকে পিকআপ চালক পালিয়ে যায়। সবজি বোঝায় পিকআপটি আটক করা হয়েছে বলে জানা গেছে। আর এই ঘটনায় নিহত পরিবারের কোন অভিযোগ নেই। তাই ময়না তদন্ত হবে না বলে জানা গেছে। পরিবার দাবি করে বলছে এই ঘটনায় মোটরসাইকেল চালক ও আরোহি অসতর্ক ছিল। তাই ঘটনা ঘটেছে।

দর্শনায় হাজী সমিতির বার্ষিক হাজী মিলনী মাহফিল অনুষ্ঠিত

দর্শনায় হাজী সমিতির আয়োজনে হাজী মিলনী মাহফিল অনুষ্টিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১১ টায় দর্শনা অডিটোরিয়াম কাম কমিউনিটি সেন্টারে সভার সভাপতিত্ব করেন হাজী সমিতির সভাপতি হাজী ফজলুল হক।

প্রধান অতিথীর বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর বলেন, শেখ হাসিনা সরকার ইসলামের প্রসারে ব্যাপক কর্মসৃচী বাস্তবায়ন করেছে। প্রত্যক উপজেলায় একটি করে মডেল মসজিদ নির্মাণ করে যুগান্তরী ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে মসজিদ মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্টানের।

বিশেষ অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মনসুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ শহিদুল ইসলাম, দর্শনা থানার ওসি তদন্ত এস এম আমান উল্লা আমান, এছাড়াও হাজী সমিতির নেতৃবৃন্দসহ সকল সদস্য বৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপির ৪৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।আজ শনিবার সকাল ১০ টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেস ক্লাবের মাঠ প্রাঙ্গনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য খন্দকার আব্দুর জব্বার সোনা। এসময় সভাটি আয়োজন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি।

আলোচনার শুরুতে দলের কার্যক্রম ও দল আরো শক্তিশালী করার লক্ষে দলের নেতাকর্মিদের সাথে আলোচনা করা হয়।

সভার প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় বিএনপির উপ- কোষাধ্যক্ষ মাহবুব হাসান খান বাবু বলেন, এই সরকারের পতন ঘটাতে হবে। অরাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় থাকলে দেশ অধপতনে যাবে। তাই সরকারের পদত্যাগ করাতে হবে। বিএনপির আদর্শকে লালন করে আগামী নির্বাচনে বিএনপি জয়যুক্ত করতে হবে। বিএনপির জননেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আমলে দেশে উন্নয়ন হয়েছে। আওয়ামী লীগের কারণে আজ দেশ জাহান্নামে চলে গেছে। শেখ হাসিনার সরকার অত্যাচারি সরকার। ১৫ টি বছর দেশের গণতন্ত্র হত্যা করছে। এখানো নীল নকশা করে যাচ্ছে। এই অবৈধ সরকারকে বিতাড়িত করে পতন ঘটানো। এতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হবে। বাংলাদেশের ভোট অধিকার দিতে হবে। এই ভোট চোরের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হবে।
তিনি আরো বলেন, বিএনপির তরুণ দলরাই পারবে এ দেশকে জুলুম ও নির্যাতন সরকারের বাঁচাতে। আগামি দিনই তারেক জিয়ার নেতৃত্বে এ দেশের গণতন্ত্র ফিরে আসবে। আজ বিএনপি দলকে সমর্থন করছে। তাই আগামি দিনের নেতা তারেক জিয়া। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সংগ্রাম করতে হবে। গণতন্ত্র ফিরে আসতে হলে সবাইকে লড়তে হবে। শেখ হাসিনার সরকার ভোট চুরির সরকার। আওয়ামী লীগের রক্তের মধ্যে ভোট চুরি করছে। বাংলাদেশ যতদিন আছে ততদিন এই বিএনপি দল থাকবে।

এসময় সভায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব

শরীফুজ্জামান শরীফ, চুয়াডাঙ্গা জাসদ দলের সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম, চিৎলা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি পাপেন, শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম, বাড়াদি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শুকুর আলী, জামজামি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আলম শাহ, খাদিমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শেরেকুল ইসলাম, নাগদাহ ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শাহিন, আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আতিয়ার রহমান, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রশিদ, বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম, দামুড়হুদা উপজেলা সদর বিএনপির সভাপতি কুতুবউদ্দিন, মোনহারপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমিনুল সরদার, পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শফিউল্লাহ শফি, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান, বাড়াদি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শুকুর আলী, কালিদাসপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লালন, আইলহাঁস ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি ইউনুস, গড়াইটুপি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ আলী, নেহালপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ফরজ আলী, প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত দলের সকল নেতাকর্মীবৃন্দ।

জমকালো আয়োজনে আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

জমকালো আয়োজনে আলমডাঙ্গায় বণিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ১০ টায় আলমডাঙ্গা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সকালে মঞ্চ প্রাঙ্গণে বণিক সমিতির নেতৃবৃন্দ জাতীয় ও বণিক সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন। পরে অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছায় শিক্ত করা হয়।

এছাড়াও সমিতির তিন বছরের আয় ব্যয়ের হিসেবে তুলে ধরা হয়। কোরআন তেলওয়াত ও গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয়।

ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের আলোচনা সভায় আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও পৌর আলহাজ্ব মেয়র হাসান কাদির গনু।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাসান কাদির গনু বলেন,বণিক সমিতির সব সময়ই ব্যবসায়ী ও মানুষের কল্যাণে কাজ করে আসছে। বিগত দিনে দেখা গেছে বিভিন্ন সময়ে মানুষের কল্যাণে পাশে দাঁড়িয়েছে। এজন্য আমি বৃহৎ এই সংগঠনকে ধন্যবাদ জানায়। আমরা পৌর সভায় পরিচ্ছন্ন রাখতে কাজ করে যাচ্ছি। এজন্য বণিক সমিতির সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের সাথে আপনারাও যদি এগিয়ে আসেন তাহলে আলমডাঙ্গা একটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি (অপারেশন) ফরিদ উদ্দিন, বণিক সমিতির সাবেক সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মো: শমসের আলি মল্লিক, আলহাজ্ব মো: রফিকুল ইসলাম, আলহাজ্ব মো: মকবুল হোসেন, বণিক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো: আমিনুল হক ঘেটু ও রবিউল ইসলাম পকু, সেকেন্দার আলী কচি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলগাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা।

ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রভাষক একে এম ফারুক হোসেন, ও বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো: কামাল হোসেন ও হাবিবুল করিম চনচলের সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সহ-সভাপতি আলহাজ্ব একেএম এনামুল কবির, কামরুজ্জামান হিরা, সহ-সম্পাদক হাজী মো: রফিকুল আলম, শরিফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল লতিফ, দপ্তর সম্পাদক আইয়ুবুর রহমান, ধর্ম সম্পাদক মো: মোতালেব হোসেন, ক্রিড়া সম্পাদক বাবলুর রহমান। এছাড়াও ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে কার্যনির্বাহী সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার কোর্টপাড়ায় ১৯৯৭

সালের মামলা নিষ্পত্তি হলো ২০২৩ সালে

আলমডাঙ্গা পৌরসভার কোর্টপাড়ার বাসিন্দা মৃত মনোয়ারা খাতুন গংয়েরা দীর্ঘ ২৭ বছর পর আবারো আদালতের রায়ে নিজ বসতবাড়ি ফিরে পেয়েছে।

১৯৯৭ সালে শুরু হওয়া আলমডাঙ্গা পৌরসভার কোর্টপাড়ার একটি দেওয়ানী মামলা ২০২৩ সালে নিষ্পত্তির পর গতকাল শুক্রবার সকালে চুয়াডাঙ্গা আদালতের নির্দেশে আদালতে নিযুক্ত প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে বিবাদীপক্ষকে ৪.৫০ শতক জমির দখল বুঝিয়ে দিয়েছেন।

পূণরায় আবারো পৈত্রিক ভিটে বাড়ি ফিরে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন নাজির শেখ ও তার ভাই আশাবুল হক লালু শেখ। ওই জমি কেন্দ্রিক দুশ্চিন্তায় তার বাবাকেও হারিয়েছেন বলে তারা জানান।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী গ্রামের মৃত আমেনা খাতুনের সাথে দীর্ঘদিন পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিলো। ওই সময় স্থানীয়দের সহযোগিতায় কয়েক দফা সালিশ-বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। আমেনা খাতুন গংয়েরা প্রভাবশালী হওয়ায় তৎকালীন সময়ে জোরপূর্বক জমি দখলের চেষ্টা চালায়। তবুও বসতবাড়ি না ছাড়তে কঠোর অবস্থান নেয় মনোয়ারা খাতুন গংয়েরা।

১৯৯৭ সালে আমেনা খাতুন বাদি হয়ে চুয়াডাঙ্গা জুডিশিয়াল আমলী আদালতে জমিসংক্রান্ত দেওয়ানী মামলা করেন। ওই মামলায় ২০০৬ সালের অক্টোবরে কোর্টপাড়ার তৎকালীন বাসিন্দা মনোয়ারা খাতুন গংয়ের বসতবাড়ি উচ্ছেদের নির্দেশ দেন আদালত। তারপরই আদালতের নির্দেশে বাসিন্দাদের ঘরবাড়ি ভেঙে দেয় বাদী পক্ষ। স্থায়ী বসতবাড়ি থেকে বের হতে হয় মনোয়ারা খাতুন গংদের। বিগত ২৭ বছর যাবৎ নিজ বসতবাড়ি ছেড়ে তারা ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছে।

উচ্ছেদ পূর্বক মনোয়ারা খাতুন বাদি হয়ে ২০০৭ সালের ২২ জুলাই হাইকোর্টে পূণরায় আপিল করেন। চলতে থাকে দীর্ঘ মামলার সাক্ষ্য গ্রহন। দীর্ঘদিন মামলা চলার পর ২০১৮ সালের ৮ জুলাই হাইকোর্ট মনোয়ারা খাতুনের পক্ষে ডিক্রি প্রদান করেন। হাইকোর্ট চুয়াডাঙ্গা জুডিশিয়াল আমলী আদালতের মাধ্যমে ডিক্রি প্রাপ্ত মালিককে জমি বুঝিয়ে দেবার নির্দেশ দেয়।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল শুক্রবার সকালে চুয়াডাঙ্গা আদালতের ৬ সদস্য প্রতিনিধি দল কোর্টপাড়ায় উপস্থিত হয়ে মনোয়ারা খাতুন গংদের জমি বুঝিয়ে দেয়। তারা দীর্ঘদিন পর জমি ফিরে পাওয়ায় আনন্দে ঢোল-ঢাক বাজিয়ে নিজ বসতবাড়ির জমি বুঝিয়ে নেয়।

দর্শনায় কেরুর চুক্তিভিত্তিক ৩ শ্রমিক ১ শ লিটার বাংলা মদসহ গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে দর্শনায় কেরুর চুক্তিভিত্তিক ৩ শ্রমিকে ১শ লিটার বাংলা মদসহ গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানায় গত বৃহস্পতিবার দিনগত রাত ২টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার শাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় কেরু এন্ড (কোম্পানী) বাংলাদেশ লিমিটেডের চিনিকলের প্রধান গেটে।

এ সময় দর্শনা থানার এসআই শামিম রেজা এএসআই আশিকুর রহমান, শফিকুল ইসলাম, এ এস আই রাইসুল ইসলাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে বাংলা মদসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া ফার্মপাড়ার মৃত দুলাল মন্ডলের ছেলে কেরুজ গ্যারেজের চুক্তিভিত্তিক ড্রাইভার সাবেক মেম্বার সাইফুল ইসলাম (৪০),সহকারী হেলফার দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর চৌধুরী পাড়ার মতলেব মন্ডলের ছেলে নজরুল ইসলাম
(৩৫) ও কেরু হাসপাতালপাড়ার সাবেদ খানের ছেলে সুজন খান (৩৩) কে ৬টি প্লাষ্টিকের কন্টিনেটারে ১শ লিটার বাংলামদসহ তাদেরকে গ্রেফতার করে।

এ ঘটনায় দর্শনা কেরুর এডিএম ইউসুফ আলী বলেন আমি শুনেছি ১শ লিটার বাংলামদসহ চুক্তিভিত্তিক ড্রাইভার ও দুজন হেলফারকে গ্রেফতার করেছে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার শাহা বলেন মাদকদ্রব্য আইনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে যার মামলা নং১। গতকালই এস আই শামীম বাদি হয়ে তাদের ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

এ ঘটনায় সচেতন মহল বলেছে কেরুজ প্রশাসনের দুর্বলতার কারনেই চুরি করেও পার পাচ্ছে চোর চক্র। কেরু প্রশাসনের দুর্বলতা না কি অন্য কোন গোপন কিছু আছে তা খতিযে দেখার দাবি সচেতন মহলের।